কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ

কার্য প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১

COUNCIL OF MINORITIES

১/৭, ব্লক-এফ, ১/৭, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল নং : ০১৯১১-৪৭৯০৭৩
ই-মেইল: **khalid.aygusc@gmail.com**, ওয়েব: **www.com-bd.org**

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ বাংলাদেশের বিভিন্নড়ব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে কর্মরত একটি মানবাধিকার সংগঠন। এটি ২০১৩ সাল থেকে দেশের বিভিন্নড়ব জেলায় ছড়িয়ে থাকা ক্যাম্পে অবস্থিত উর্দূভাষী জনগোষ্ঠীর মেলিক মানবাধিকার সুরক্ষার কাজ করছে। সংগঠনটি আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নড়ব স্থানের ক্যাম্পবাসীদের জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ট্রেড লাইসেন্স, কমিশনার সার্টিফিকেট, ব্যাংক একাউন্ট ও থানায় সাধাণ ডায়েরি ইত্যাদি বিষয়ে সেচতনতা সৃষ্টি ও সেবাসমূহ পেতে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে আসছে।

এছাড়াও, প্রতি বছর সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে আসছে। সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়কে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষে কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ প্রতি বছর যুব সামিটেরও আয়োজন করে থাকে।

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ' একটি মানবাধিকার সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়। বাংলাদেশে আধিবাসি সম্প্রদায়, ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সহ মোট ২৫টি উপজাতি বাংলাদেশে থাকে এবং বাংলাদেশ জাতিগত রাষ্ট্র নয় । সংখ্যগরিষ্ঠতার দিক থেকে বাংলাদেশ একটি মুসলিম ও বাঙ্গালী জাতির দেশ, যেখানে অন্যান্য ধর্মীয় ও অবাঙ্গালীরা সর্বদা বাংলদেশে একটু চাপের মধ্যে থাকে।

সঠিক নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি ব্যতীত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু অধিকারগুলির সামগ্রিক বিকাশে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

ভিশন

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাষা সংরক্ষণ, শিক্ষা ও দক্ষতার বিকাশ শক্তিশালীকরণ এবং নারী ও আইনী ক্ষমতায়ন প্রচারের জন্য মানবাধিকার প্রবর্তন।

মিশন

একটি শান্তিপূর্ণ, দারিদ্র্য এবং সহিংসতা মুক্ত বিশ্ব যেখানে বিশেষ করে সংখ্যালঘু, ক্ষমতাহীন ও প্রান্তিক, মর্যাদা ও আশা সহকারে বেঁচে থাকতে সমান সুযোগ পাবে।

সম্পাদিত কার্যাবলি

জুন ২০২১ হতে মে ২০২২ চলমান পর্যন্ত

নাগরিক উদ্যোগ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব

প্রকল্প: বাংলাদেশের ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৯ হতে ২১ অক্টোবর, ২০২১

ন্যাশনাল অ্যানুয়াল মাইনোরিটি ইউথ লিড্যারশিপ সাম্মিট-২০২১

২৭ শে অক্টোবর, ২০২১

সেফটি এন্ড রাইটস ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত প্রকল্প

Round table Discussion on Rehabilitation and Integration on Camp Based Urdu Speaking Bangladeshis

১৫ই নভেম্বর, ২০২১

সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান

২০ শে ডিসেম্বর, ২০২১

Research Findings Sharing Meeting, Beyond Refuge: Advancing Legal Protection for Rohingya Community in Bangladesh

নাগরিক উদ্যোগ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব প্রকল্প

প্রকল্পের নাম

বাংলাদেশের ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল

জুন ২০২১ হতে মে ২০২২ চলমান

কর্ম এলাকা

ঢাকা (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সৈয়দপুর, খুলনা

কার্যক্রমসমূহ

- নাগরিক সনদ যেমন;- জন্ম সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, কমিশনার সার্টিফিকেট, মৃত্যু সনদ ইত্যাদি তৈরীতে সহায়তা।
- সামাজিক সেবা যমন;- ব্যাংক হিসাব, শিক্ষায় সহযোগিতা, স্বাস্থ্য সেবা, ট্রেড লাইসেন্স, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি তৈরীতে সহায়তা।
- নাগরিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দৈনিক আউটরিচ।
- প্যারালিগ্যাল কর্তৃক উপকারভোগীদের ফলো-আপ।
- দলীয় সভা মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং সামাজিক সেবা ও অধিকার সম্পর্কিত সচেতনা সৃষ্টি।
- ওর্য়াকশপের মাধ্যমে হাতে-কলমে নাগরিকত্ব ও সামাজিক সনদ তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- ডক্যুমেন্টরি ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং সামাজিক সেবা ও অধিকার সম্পর্কিত সচেতনা সৃষ্টি।

প্রকল্পের লক্ষ্য

উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাগরিক অধিকার, সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জাতীয় পরিচয়পত্রের উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ

উদ্দেশ্য ১ : বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীর মধ্যে প্যারালিগ্যাল গঠনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে নাগরিক অধিকার এবং সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।

উদ্দেশ্য ২ : প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব, উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।

সুবিধাভোগী

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের কার্যবিবরণী

এই প্রকল্পে বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী ১৪ জন উর্দুভাষী যুবক-যুবতীদেরকে ৩ দিনের বেসিক প্যারালিগাল ট্রেনিং প্রদান করা হয় । উক্ত ট্রেনিং-এ মানবাধিকার ও সু-নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য প্যারালিগালদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এর সাথে সাথে সিভিল ডকুমেন্টস্ যথাক্রমে জন্ম সনদ, কমিশনার সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্র সম্পর্কিত আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল ক্যাম্পবাসীর মধ্যে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা । এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি জেলা শহরে যথাক্রমে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের ক্যাম্পগুলোতে ১৪ জন প্যারালিগাল কাজ করছেন ।

মূল তথ্য এবং পরিসংখ্যান- জুন ২০২১ হতে মে ২০২২ চলমান

সম্পাদিত কার্য - ৩,২০৭ জনকে সেবা প্রদান (চলমান)

১,৩০১ জন্ম সনদ	৮৭ কমিশনার সার্টিফিকেট	৪৫ জাতীয় পরিচয়পত্র	৬ পাসপোর্ট	১০ ট্রেড লাইসেন্স	১০ ব্যাংক হিসাব	৩ মৃত্যু সনদ	২৩ সাধারণ ডায়েরী	১০৫ সাস্থ্য সেবা	১৪ শিক্ষায় সহযোগিতা	৫ বয়স্ক ভাতা	২ হলফ নামা ও ওয়ারিশ সার্টিফিকেট	১,৫৯২ কোভিড-১৯ টিকা

জুন ২০২১ হতে মে ২০২২ চলমান নাগরিক কার্যাবলী কার্যাবলি

এলাকা	জন্ম সনদ		কমিশনার সার্টিফিকেট	জাতীয় পরিচয়পত্র		পাসপোর্ট		জি ডি	মৃত্যু সনদ	মোট
	অনুর্ধে ১৪	ঊর্ধে ১৪		নতুন	সংশোধন	নতুন	সংশোধন			
মোহাম্মদপুর	৩৪২	২০৬	১	০	৭	০	০	০	১	৫৫৭
মিরপুর	২৮২	২১৪	৪২	০	১৩	২	৪	১০	০	৫৬৭
সৈয়দপুর	২০	১৮	৯	০	০	০	০	১১	২	৬০
চট্টগ্রাম	৫৭	৫১	১০	১	২২	০	০	০	০	১৪১
ময়মনসিংহ	৫৫	৪৭	৩	২	০	০	০	১	০	১০৮
খুলনা	৪	৫	২২	০	০	০	০	১	০	৩২
মোট	৭৬০	৫৪১	৮৭	৩	৪২	২	৪	২৩	৩	১৪৬৫

জুন ২০২১ হতে মে ২০২২ চলমান সামাজিক কার্যাবলী কার্যাবলি

এলাকা	ট্রেড লাইসেন্স		ব্যাংক হিসাব	সাস্থ্য সেবা	শিক্ষায় সহযোগিতা	ওয়ারিশ সার্টিফিকেট	হলফ নামা	বয়স্ক ভাতা	প্রতিবন্ধী ভাতা	কোভিড-১৯ টিকা	মোট
	নতুন	সংশোধন									
মোহাম্মদপুর	১	০	০	২৪	০	০	০	৩	০	১৯৭	২২৫
মিরপুর	৪	২	২	২৯	১৪	০	০	০	০	২১৩	২৬৪
সৈয়দপুর	০	০	৩	৩	০	১	১	০	০	৩২০	৩২৮
চট্টগ্রাম	১	০	১	১	০	০	০	০	০	৫২৬	৫২৯
ময়মনসিংহ	১	১	১	২	০	০	০	০	০	১৫০	১৫৫
খুলনা	০	০	৩	৫০	০	০	০	২	০	১৮৬	২৪১
মোট	৭	৩	১০	১০৯	১৪	১	১	৫	০	১৫৯২	১৭৪২

জুন ২০২১ হতে মে ২০২২ চলমান সম্পাদিত কার্যাবলি

প্যারালিগ্যালগণ বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের জন্ম ও মৃত্যুর সনদপত্র, কাউন্সিলর সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স, থানায় সাধারণ ডায়েরি, ব্যাংক হিসাব খোলা, স্বাস্থ্য সেবায় সহায়তা, শিক্ষায় সহায়তা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ওয়ারিস সনদপত্র, কোভি-১৯ টিকাদান মতো নাগরিক ও সামাজিক দলিল অর্জনে ক্যাম্পবাসিদের সহায়তা করছে ও উক্তসনদ গুলো কিভাবে পেতে হবে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে।

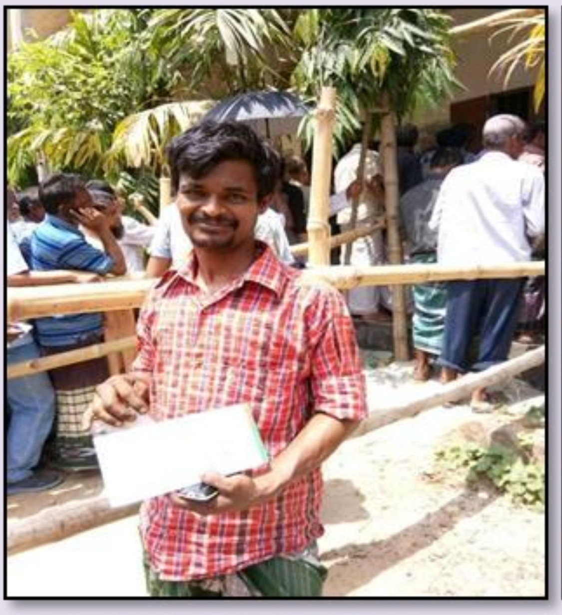

কেইস-স্টাডি

নামঃ আফসারি বেগম (৪৫)
পেশাঃ গৃহিণী
ঠিকানাঃ ৬১৭, ব-ক-আই, জেনেভা ক্যাম্প,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
সম্পাদিত কার্যঃ জন্ম সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্র
প্যারালিগ্যালঃ কাজল রেখা

আফসারি বেগম (৪৫) মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পের একজন বাসিনদা। প্যারালিগ্যাল কর্তৃক আয়োজিত এক দলীয় সভায় তিনি জানতে নাগরিক সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারেন। তাই তিনি তার জাতীয় পরিচয়পত্র বানাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু, তিনি জানতেন না যে জাতীয় পরিচয়পত্র কিভাবে বানাতে হবে। তাই তিনি প্যারালিগ্যাল কাজলের কাছে তার জাতীয় পরিচয়পত্র বানাতে সাহায্য চান। প্যারালিগ্যাল তার কাছ থেকে তার জন্মনসদ চাইলে তিনি জানান যে তার কাছে জন্মসনদ নাই। তাই প্যারালিগ্যাল আফসারি বেগমকে সিটি কর্পোরেশনে নিয়ে যান এবং জন্মসনদের আবেদনপত্র পূরণ করে তার জন্মসনদ বানাতে সহযোগিতা করেন। পরবর্তীতে উক্ত জন্মসনদের কপির সাহয্যে প্যারালিগ্যাল আফসারি বেগমের জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন ফরম পূরণ করে উনাকে সাথে করে নিয়ে যান এবং ছবি তুলে দিতে সাহায্য করেন। যখন, স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয় তখন প্যারালিগ্যাল তাকে সাথে করে নিয়ে স্মার্ট কার্ড তুলে দেন। সেই স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করে তিনি তার বিকাশ এ্যাকাউন্ট করতে সক্ষম হন এবং প্রয়োজনের সময় একটৌ বেসরকারি সংস্থা থেলে ঋণ নিয়ে নিজের পারিবারের আর্থিক সংকটে সহায়তা করেন।

আফসারি বেগম প্যারালিগ্যালের মাধ্যমে তার জন্মসনদ ও জাতীয়্য পরিচয়পত্র বানাতে পেরে অনেক সন্তুষ্ট। বর্তমানে তিনি তার আশেপাশের লোকজনদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মসনদ বানাতে সহায়তা করে থাকেন।

দলীয় সভা

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর),খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় উক্ত চলমান প্রকল্পের এখন পর্যন্ত মোট ২৫২ টি দলীয় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় মোট ৩,৭৮০ জন ক্যাম্পবাসী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে নারী ২,৭১২ জন, বালক ১৬৩ জন ও বালিকা ৯০৫ জন । সভায় নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমনঃ জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস,পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয়।

স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী				
		পুরুষ	নারী	বালক	বালিকা	মোট
মোহাম্মদপুর	৫৪	০	৩৩২	২৫	২১৫	৮১০
মিরপুর	৭২	০	৫২৫	১৪	২১৪	১০৮০
সৈয়দপুর	৩৬	০	২২৪	২৮	১৫৬	৫৪০
চট্টগ্রাম	৫৪	০	৩৩২	৬১	১৯২	৮১০
ময়মনসিংহ	১৮	০	১৩২	১৫	৫৭	২৭৫
খুলনা	১৮	০	৯৮	২০	৭১	২৬৫
মোট	২৫২	০	২৭১২	১৬৩	৯০৫	৩৭৮০

দলীয় সভায় অংশগ্রহণকারী ক্যাম্পবাসীদের মতামত ও প্রত্যাশা

ছয়টি কর্ম এলাকা যথাক্রমে ঢাকা(মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), চট্টগ্রাম, খুলনা, সৈয়দপুর ও ময়মনসিংহে দলীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্যারালিগ্যালগণ ক্যাম্পবাসীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্যে যে সকল বিষয়মূহ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সম্পর্কে মতামত ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যা সার-সংক্ষেপে নিম্মে তুলে ধরা হলো-

- ক্যাম্পবাসীদের জন্যে পরিষ্কার খাবারের পানির ব্যবস্থা ।
- ক্যাম্পে যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। ভালো পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে রোগ জীবানু থেকে প্রতিকার পাওয়া যাবে।
- ক্যাম্পে বসবাসকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই ও সরকারী কোনো প্রকার সহায়তা ও নাই। সরকারের পক্ষ থেকে যদি কোনো প্রকার সহায়তা পাওয়া যেত শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহলে অনেক সুবিধা হতো।
- স্বাস্থ্য খাতে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোনো কমিউনিটি ক্লিনিক নাই। ক্যাম্পবাসীদের জন্যে যদি কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা যেতো তাহলে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে তারা সুচিকিৎসার সুযোগ পেয়ে উপকারিত হতো।
- কিছু অসাধু ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্যে মাদকসহ বিভিন্ন সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড ক্যাম্পের অভ্যন্তরে চালিয়ে ক্যাম্পের সুনাম ক্ষুন্ন করে তাদের হাত থেকে ক্যাম্পবাসীদের রক্ষা করাও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা।
- ভাষাগত কারণে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় বৈষম্যের শিকার হতে হয়। সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে যদি এই বৈষম্য কমিয়ে আনা যায় তাহলে সমাজে ক্যাম্পে বসবাসকারীদের কেউ ক্ষীণ চোখে দেখবে না।
- ক্যাম্পবাসীদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা
- ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নত করা
- ক্যাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- ক্যাম্পের বেকার যুবকদের তাদের দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে চাকরির সুযোগ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া
- ক্যাম্পের বেকার যুবতী ও মহিলাদের জন্যে বিভিন্ন কারিগরি ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
- ক্যাম্পবাসীদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা

ওয়ার্কশপ

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর),খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় উক্ত উক্ত চলমান প্রকল্পের এখন পর্যন্ত মোট ১২ টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে মোট ২৪০ জন ক্যাম্পবাসী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে নারী ১২০ জন, বালক ৩৭ জন ও বালিকা ৮৩ জন । ওয়ার্কশপে নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমনঃ জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস,পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয় এবং উক্ত দলিলসমূহ বানানোর সমস্ত প্রক্রিয়া তাদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী			
		নারী	বালক	বালিকা	মোট
মোহাম্মদপুর	২	২০	২	১৮	৪০
মিরপুর	২	২০	৪	১৬	৪০
সৈয়দপুর	২	২০	১০	১০	৪০
চট্টগ্রাম	২	২০	১০	১০	৪০
ময়মনসিংহ	২	২০	৫	১৫	৪০
খুলনা	২	২০	৬	১৪	৪০
মোট	১২	১২০	৩৭	৮৩	২৪০

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারীরা যে সকল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারলো

- জন্মসনদ তৈরীর প্রক্রিয়া ও ইহার ব্যবহার।
- জাতীয় পরিচয়পত্র কিভাবে বানাতে হবে এবং ইহার গুরুত্ব ও কি কি কাজে ব্যবহার করা ।
- কমিশনার সার্টিফিকেট কেন, কিভাবে ও কোথায় থেকে বানাতে হবে ও ইহার ব্যবহার।
- পাসপোর্ট বানাতে কিভাবে আবেদন করতে হবে, প্রয়োজনীয় দলিলসহ পাসপোর্ট বানানোর সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারলো।
- ট্রেড লাইসেন্স ব্যবসার জন্যে কেন গুরুত্বপূর্ণ ও ইহা তৈরী করার প্রক্রিয়া।
- নিকটস্থ থানায় কোনো সমস্যার কারনে কিভাবে সাধারণ ডায়েরি করা হয় সে সম্পর্কে জানতে পারলো।
- দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস, পিটিশন কেইস, বাল্য বিবাহ ও নারী অধিকার সম্পর্কে জানতে পারলো।
- নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হলো।

প্যারালিগ্যাল কর্তৃক ক্লাইন্ট ফলো-আপ

- প্রত্যেক প্যারালিগ্যাল মাসে ২ টি করে ক্লাইন্ট ফলো-আপ করে থাকেন। উক্ত ফলো-আপে ক্লাইন্ট প্রাপ্ত সনদ কি কাজে ব্যবহার করেছেন এবং কি উপকার পেয়েছেন সে সম্পর্কে ধারণা নেন। উক্ত সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়া ক্লাইন্ট কতটুকু শিখতে পারলেন এবং প্রক্রিয়া শেখার পরে কাউকে উক্ত দলিল পাইতে দিতে সহযোগিতা করলেন কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

স্থান	ক্লাইন্ট ফলো-আপ			
	প্যারালিগ্যালের সংখ্যা	ফলো-আপের সংখ্যা প্যারালিগ্যাল প্রতি	মোট মাস	মোট ফলো-আপ
মোহাম্মদপুর	৩ জন	২	১০	৬০ টি
মিরপুর	৪ জন	২	১০	৮০ টি
সৈয়দপুর	১ জন	২	১০	২০ টি
চট্টগ্রাম	২ জন	২	১০	৪০ টি
ময়মনসিংহ	১ জন	২	১০	২০ টি
খুলনা	৩ জন	২	১০	৬০ টি
মোট	১৪ জন			২৮০ টি

জুন ২০২১ হতে মে ২০২২ চলমান মাঠ পর্যায়ে দৈনিক সচেতনতামূলক

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রকল্পের এক বছরের মধ্যে **৪,৬৭৫টি** পরিবারের **বালিকা/নারী ১১,৩৬২** জন ও **বালক/ পুরুষ ১১,৪৫২** জন মোট **২২,৮১৪** জন সদস্যকে আউটরিচ করা হয় মাঠ পর্যায়েআউটরিচের সময় পরিবারের উপস্থিত নারী, পুরুষ, বালক ও বালিকাদেরকে নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমনঃ জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয়।

স্থান	উপকারভোগী (মাঠ পর্যায়ে)			
	পরিবারের সংখ্যা	বালিকা/নারী	বালক/ পুরুষ	মোট
মোহাম্মদপুর	১১৭৯	২৯০০	৩৫০৩	৬৪০৩
মিরপুর	৬৯০	১৮৯০	১৬২৩	৩৫১৩
সৈয়দপুর	১১৪২	২৮২৯	২৬৭৪	৫৫০৩
চট্টগ্রাম	৮২০	১৮৬০	১৯১৫	৩৭৭৫
ময়মনসিংহ	৪৫০	১০৫৯	১০০১	২০৬০
খুলনা	৩৯৪	৮২৪	৭৩৬	১৫৬০
মোট	৪৬৭৫	১১৩৬২	১১৪৫২	২২৮১৪

কোভিড-১৯ সচেতনতা মিটিং-২০২১ (চলমান)

প্যারালিগ্যালরা মিরপুর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং রেড জোন অঞ্চলে কোভিড -১৯ এ সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে। এই উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তারা সামাজিক দূরত্ব ইস্যু, হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার এবং জনবহূল স্থানগুলি এড়িয়ে যাওয়ার বার্তাটি পৌছেঁ দিতে সাহায্য করেন। তারা কোভড -১৯ ভ্যাকসিনের গুাংত্বও বর্ণনা করেছেন।

কোভিড-১৯ সচেতনতা মিটিং-২০২১ (চলমান)						
স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী				মোট
		পুরুষ	নারী	বালক	বালিকা	
মিরপুর	৯	০	১০৮	০	২৭	১৩৫
মোট	৯	০	১০৮	০	২৭	১৩৫

ন্যাশনাল অ্যানুয়াল মাইনোরিটি ইউথ লিড্যারশিপ সাম্মিট-২০২১

(১৯ হতে ২১ অক্টোবর, ২০২১)

ভেন্যু: NGO Forum for Public Health, 4/6, Block - E, Lalmatia, Dhaka 1207

কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ গত ১৯ শে অক্টোবর হতে ২১ শে অক্টোবর, ২০২১ সালে ৩ দিন ব্যাপী **ন্যাশনাল অ্যানুয়াল মাইনোরিটি ইউথ লিড্যারশিপ সাম্মিট-২০২১ NGO Forum for Public Health** সফলভাবে আয়োজন করে। সাম্মিটে Knowledge partner হিসেবে ছিলো Center for Peace and Justice (CPJ), Nagorik Uddyog (NU), Nationality for All (NFA) | ১৪টি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মোট ৪৪ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক-যুবতী এই বছর সাম্মিটে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ-এর প্রধান নির্বাহী খালিদ হোসেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন Nagorik Uddyog-এর মঞ্জুরুল ইসলাম, Center for Peace and Justice(CPJ) এর শাহরিয়ার শাদাত, Human Resorce |Development-এর পারভিন এস. হুদা, ব্যারিষ্টার তাপস কান্তি, Rights Center এর নির্বাহী পরিচালক মোতাহার আকন্দ। অনলাইন প্লাটফর্ম Zoom-এর মাধ্যমে সাম্মিটে বক্তব্য রাখেন ইউ.এস থেকে হান্নাহ এস সোল্ডার, UNRCO হিউম্যান রাইটস অফিসার জাহিদ হোসেন, OSJI-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সুমাইয়া ইসলাম। সাম্মিট-২০২১ এর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Nagorik Uddyog-এর প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Bangladesh Indigenous Peoples -এর সাধারন সম্পাদক সঞ্জীব দ্রোং। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে সাম্মিট-২০২১ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

- **সাম্মিটের ৪৪ জন অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন- হিজড়া, বিহারী, রবিদাস, হরিজন, ওরাওঁ, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, বেদে, তঞ্চঙ্গ্যা, সিং এবং বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের।**

আলোচনার বিষয়সমূহ

- জাতিসংঘ এবং এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা
- ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশ এবং উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা
- একজন নেতার নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পর্কে ধারণা
- ভূমি অধিকার সম্পর্কে ধারণা
- আইনের উৎপত্তি, উৎস ও দর্শন বর্ণনা করতে পারবে
- অধিকারের স্বীকৃতি, সুরক্ষা এবং পরিপূর্ণতা
- অধিকার এবং মানবাধিকার
- মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি
- UDHR কে মৌলিক অধিকার এবং ন্যায়বিচার ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কিত করা
- জেন্ডার এবং সেক্স এর মধ্যে পার্থক্য
- লিঙ্গ বিভাজন শ্রমের প্রধান কারণগুলি
- শ্রমের প্রচলিত লিঙ্গ-ভিত্তিক বিভাজননের অসমতা
- সম্প্রদায়ের প্রয়োজন বোঝা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া

সেফটি এন্ড রাইটস ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব প্রকল্প

Round table Discussion on Rehabilitation and Integration on Camp Based Urdu Speaking Bangladeshis

(২৭শে অক্টোবর, ২০২১)

ভেন্যুঃ NGO Forum for Public Health, 4/6, Block - E, Lalmatia, Dhaka 1207

বাংলাদেশে বসবাসরত উর্দূভাষী বাংলাদেশীদের পূনর্বাসনের লক্ষে NGO Forum for Public Health- -এ গত ২৭শে অক্টোবর,২০২১ তারিখে একটি গোল টেবিল আলোচনা করা হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জনাব জাকির হোসেন, (প্রতিষ্ঠাতা আইন ও সালিশ কেন্দ্র), বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিদুল হক(ট্রাস্টি মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর), প্রফেসর আকমল হোসেন(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অমিতাবা ঘোষ(ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট), প্রফেসর হাসিবুর রহমান(জাতিয় মুক্তি কাউন্সিল)। আলোচনায় উর্দূভাষী বাংলাদেশীদের জীবনযাপনের বর্তমান অবস্থা ও কিভাবে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উর্দূভাষী বাংলাদেশীদের পূর্নবাসনের জন্যে করনীয় উদ্যোগসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান
(১৫ই নভেম্বর, ২০২১)

COM
COUNCIL OF MINORITIES

নভেম্বর ১৫, ২০২১

বরাবর
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়ঃ সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের স্মারকলিপি প্রদান প্রসঙ্গে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities)-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন!

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities)- একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অ-মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান। কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities) প্রতি বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক-যুবতী (ছাত্র-ছাত্রীদের) নিয়ে। প্রতিবছরের ন্যায়ে এই বছরও "ন্যাশনাল অ্যানুয়েল ইউথ মাইনোরিটি লিড্যারশিপ সাম্মিট-২০২১ (National Annual Youth Minority Leadership Summit-2021)" আয়িজন করা হয়। উক্ত সাম্মিটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আগত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক-যুবতী (ছাত্র-ছাত্রীদের) ৪৫ জন অংশগ্রহণকারী -কে ১৯-২১ অক্টোবর ২০২১, ৩ দিন ব্যাপী সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ব্যক্তিক উন্নয়ন, জেন্ডার, মানবাধিকার ও লিড্যারশিপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করে।

অংশগ্রহণকারীরা সাম্মিটের দ্বিতীয় দিন উপলব্ধি করে যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা দরকার; তাই সকল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকারীরা তাদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত এই স্মারকলিপি আপনার নিকট প্রেরণের প্রস্তাব জানায় ।

অতএব, বিনীত নিবেদন আপনি, আমাদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত এ স্মারকলিপি সহৃদয় আন্তরিকতায় গ্রহণ করে এতে বর্ণিত দাবি যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন- বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের বাধিত করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

খালিদ হোসেন
প্রধান নির্বাহী
কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ

COUNCIL OF MINORITIES ★ COM ★ Mohammadpur

সংযুক্তি: ১. স্মারকলিপি
২. অংশগ্রহণকারীদের গণস্বাক্ষর

1/7, Block-F, Aziz Moholla, Mohammadpur, Dhaka-1207
Cell: 01911-479073 www.com-bd.org/ Email khalid.aygusc@gmail.com

স্মারকলিপি

জননেত্রী শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আপনি এদেশের ধর্মীয়-জাতিগত-নৃগোষ্ঠী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আপামর দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমরা জানি, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাম্য, সমতা ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণে আপনি ও আপনার সরকার সর্বদা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানে আপনি প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছেন যাতে দেশের সকল সংখ্যালঘুদের নাগরিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষা পায়। আজকে তারই প্রেক্ষিতে অতীতের বিরাজিত বৈষম্য বেশ খানিকটা অবসান হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities)- একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অ-মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান। কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities) প্রতি বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক-যুবতী (ছাত্র-ছাত্রীদের) নিয়ে "ন্যাশনাল অ্যানুয়েল ইউথ মাইনোরিটি লিড্যারশিপ সাম্মিট (National Annual Youth Minority Leadership Summit-2021)" আয়োজন করে আসছে। প্রতিবছরের ন্যায়ে এই বছরও "ন্যাশনাল অ্যানুয়েল ইউথ মাইনোরিটি লিড্যারশিপ সাম্মিট-২০২১ (National Annual Youth Minority Leadership Summit-2021)" আয়িজন করা হয়। উক্ত সাম্মিটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আগত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক-যুবতী (ছাত্র-ছাত্রীদের) ৪৫ জন অংশগ্রহণকারী -কে ১৯-২১ অক্টোবর ২০২১, ৩ দিন ব্যাপী সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ব্যক্তিক উন্নয়ন, জেন্ডার, মানবাধিকার ও লিড্যারশিপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। লিড্যারশিপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সঠিক দিক-নির্দেশনার লক্ষ্যে বিশ্বের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা হিসেবে সর্বকালের সেরা বাঙ্গালী **"জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"**-এর নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়; যাতে প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আগত অংশগ্রহণকারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনি উপলব্ধি করে তার আদর্শকে লালন করে নিজের, সম্প্রদায়, সমাজ, দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

সাম্মিট-২০২১ এর ৪৫ জন অংশগ্রহণকারী সাম্মিটের দ্বিতীয় দিন উপলব্ধি করে যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা দরকার; তাই সকল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকারীরা তাদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত এই স্মারকলিপি আপনার নিকট প্রেরণের প্রস্তাব জানায় ।

এ প্রেক্ষিতে আপনার কাছে সাম্মিট-২০২১ অংশগ্রহণকারীদের সনির্বন্ধ দাবি-

সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা।

আশা করি, আপনি, আমাদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত এ স্মারকলিপি সহৃদয় আন্তরিকতায় গ্রহণ করে এতে বর্ণিত দাবি যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের অনুরোধ জানাচ্ছি। অতএব, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন- বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের বাধিত করবেন।

আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন এবং আপনার নেতৃত্বে দেশ ও জাতির অধিকতর সমৃদ্ধি, অগ্রগতি, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকুক-এ কামনা করি

নিবেদনান্তে-
কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities)-এর পক্ষ হতে
ন্যাশনাল অ্যানুয়েল ইউথ মাইনোরিটি লিড্যারশিপ সাম্মিট-২০২১-এর সকল অংশগ্রহণকারী

Research Findings Sharing Meeting, Beyond Refuge: Advancing Legal Protection for Rohingya Community in Bangladesh

(২০ শে ডিসেম্বর, ২০২১)

ভেন্যু: Naripokkho, Rangs Nilu Square, House-75, 5/A Satmasjid Road, Dhaka 1209

BLAST বাংলাদেশে বসবাসরত অনাগরিক ও রোহিঙ্গাদের উপর একটি গবেষণা করে। সেই গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর কাউন্সিল অব মাইনোরটিজ ২০শে ডিসেম্বর Naripokkho-এর হল রুমে একটি Research Findings Sharing Meeting, Beyond Refuge: Advancing Legal Protection for Rohingya Community in Bangladesh-শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন Nagorik Uddyog- এর প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন, Center for Peace and Justice(CPJ) এর শাহরিয়ার শাদাত, BLAST-ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, UNRCO হিউম্যান রাইটস অফিসার জাহিদ হোসেন, OSJI-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সুমাইয়া ইসলাম, Bangladesh Indigenous Peoples -এর সাধারন সম্পাদক সঞ্জীব দ্রোং, Academic Activist রেজাউর রহমান লেলিন, BLAST-এর তাপসি রাবেয়া, Naripokkho-এর শিরিন পি হক, UNHCR-এর ফাহমিদা করিম সহিত অন্যান্যরা।

সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জীবনযাপন পরিস্থিতির উপর উপস্থাপনা, ন্যায়বিচার অ্যাকসেস এবং আটকে থাকা সমস্যার উপর।

"We are extricating ourselves from a system that insulted our common humanity by dividing us from one another on the basis of race and setting us against each other as oppressed and oppressor. That system committed a crime against humanity."

-*Nelson* Mandela

COUNCIL OF MINORITIES

১/৭, ব্লক-এফ, ১/৭, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল নং : ০১৯১১-৪৭৯০৭৩
ই-মেইলঃ **khalid.aygusc@gmail.com**, ওয়েবঃ **www.com-bd.org**